দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ MAR 27 1999
পৃষ্ঠা ৮/২ কলাম ৩

শিক্ষাক্ষেত্রে নকল, অনিয়ম ও দুর্নীতি

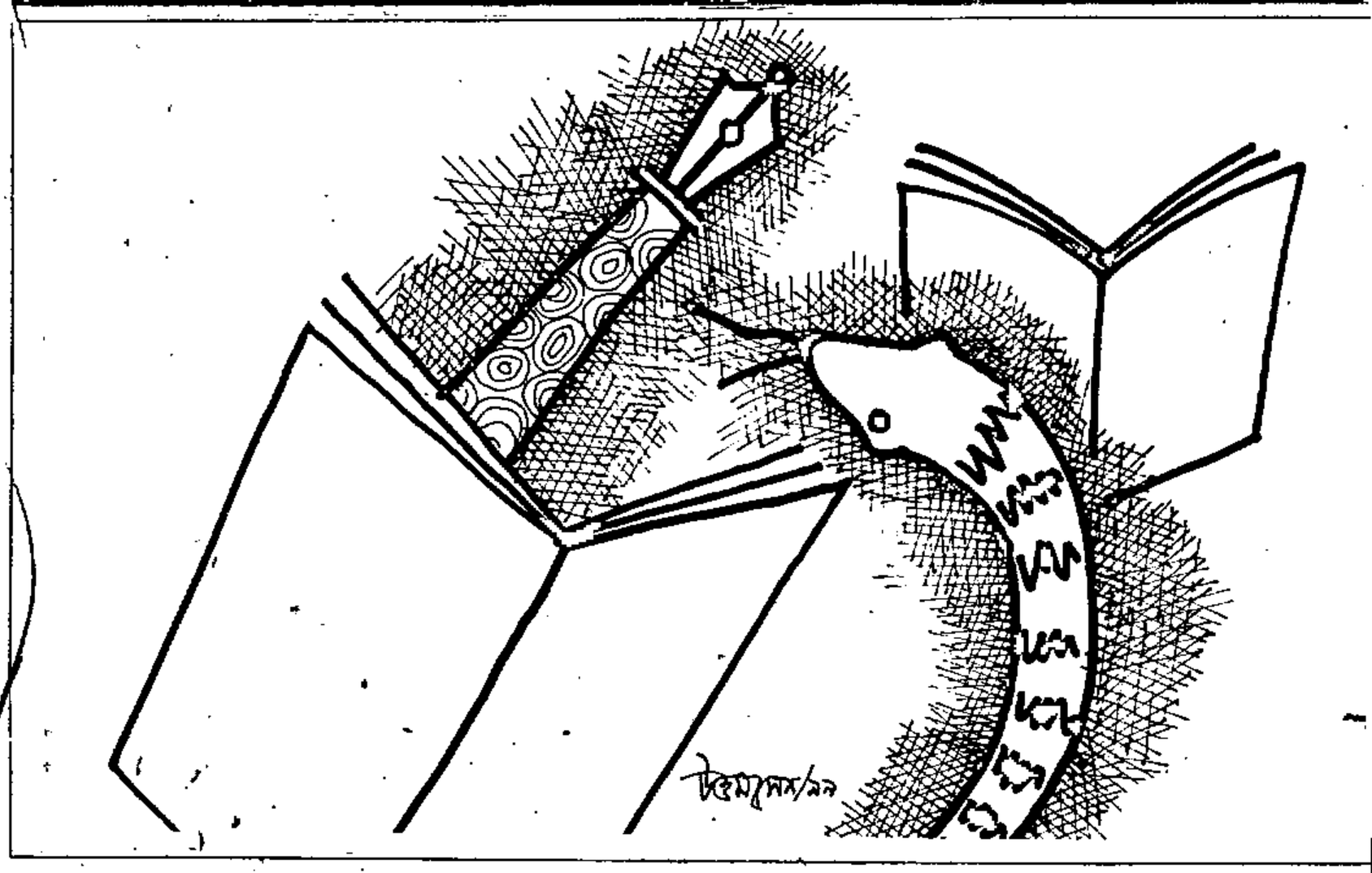

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস প্রসঙ্গে

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের ২য় সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ নামে খ্যাত। যার অতীত ঐতিহ্যও কম নয়। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে। প্রায় পৌনে দুই লাখ ছাত্র পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করছে, যার অধিকাংশই অস্থানীয় ছাত্র। যারা সারা দেশের আনাচে-কানাচে থেকে ছুটে এসেছে বুকভরা আশা নিয়ে। এমনও ছাত্র আছে, যারা এসেছে শেষ সম্বলটুকু নিয়ে। আর সেটাকে পাত্তাই দিচ্ছে না বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ৪ ও ৬ তারিখের পরীক্ষা ১৪ ও ১৫ তারিখে নিয়ে ছাত্রদের ভোগানো হলো। ভোগানো হচ্ছে প্রশ্ন ফাঁসের মতো ঘটনা ঘটিয়ে। ভাবতেই অবাক লাগে সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন কিভাবে ফাঁস হয়। এর চেয়ে বরং প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষাই ভাল হয়। যাতে এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটে না। আমি বলব, "বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে প্রি-ক্যাডেট স্কুলগুলোর ভর্তি পরীক্ষাকে অনুসরণ করা উচিত। তাদের কাছে শেখা উচিত"। ১৪ তারিখের সমাজ বিজ্ঞান পরীক্ষা দেয়ার পর জানতে পারলাম প্রশ্ন ফাঁস হওয়ার কারণে পরীক্ষা ২২ তারিখে আবার নেয়া হবে। ২২ তারিখ পর্যন্ত থাকতে হলে অথবা বাড়ি থেকে এসে পরীক্ষা দিতে গেলে আমার মতো দূরের ছাত্রদের ৩-৪শ' টাকা লাগবে। শুধু তাই নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়ে গেছে এবং ২২ তারিখে অনেক কলেজের বিভিন্ন ইউনিটের পরীক্ষা চলবে। যারা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ফরম নিয়েছে তাদের কি হবে? এর জন্য একমাত্র দায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের উদাসীনতা। তাদের ব্যর্থতায় আমরা কেন ভুক্তভোগী হব? এ প্রশ্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিসহ প্রশাসনের কাছে আমার মতো অনেকেরই।

মোঃ সোহেল
গাইবান্ধা, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার্থী

নকল, সন্ত্রাস এবং পাস নম্বর

বর্তমানে দেশের পাঁচটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষা। কিন্তু দুঃখের বিষয় হচ্ছে প্রতিদিন দৈনিক পত্রিকাগুলোতে যে খবর আসছে তা দেখে সত্যিই খুবই কষ্ট লাগে। নিজের মনে প্রশ্ন জাগে, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে? নকল আর নকল, সব কেন্দ্রেই নকল, কারও কোন মাথাব্যথা নেই। কোন প্রতিকার নেই। এক যুগের বেশি সময় অতিক্রম হয়ে গেছে নকল ছাড়া কোন পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে পারছে না। এভাবে নকল চলতে থাকলে আগামী শতাব্দীতে আমাদের দেশের অবস্থা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? চিন্তা করলেই শরীর অবশ হয়ে যায়। বর্তমানে দেশের সব অঞ্চলেই চলছে সন্ত্রাস। সন্ত্রাসীদের হাতে দেশ এক প্রকার জিম্মি হয়ে আছে। সন্ত্রাস কারা করছে? এদেশের সন্তানরা। যারা নকলবাজ তারাই সন্ত্রাস করছে।

নকলবাজরা কোন রকম পরীক্ষায় পাস করে এবং কোথাও কিছু করতে না পেরে শেষ পর্যন্ত সমাজে অপরাধমূলক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ে। এভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে একের পর এক সন্ত্রাসী। অতএব, আমাদের এখনই কিছু করতে হবে। তা না হলে বাংলাদেশের ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে '' শিক্ষা মানেই সন্ত্রাস''।

শিক্ষা ব্যবস্থার একটু পরিবর্তনের জন্য দু'একটি প্রস্তাব রাখতে চাই, বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষার পাসের নম্বর হচ্ছে এক শ'তে তেত্রিশ যদি এই পাসের নম্বর এক শ'তে তেত্রিশ না করে এক শ'তে ছিষট্টি বা ষাট করা হয তবে পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীরাই পরীক্ষায় পাস করবে। নকলবাজরা ষাটের ওপরে নম্বর উঠাতে পারবে না বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। নকল করে ত্রিশ (তেত্রিশ) পাওয়া যায় কিন্তু ষাট পাওয়া অসম্ভব। ষাট পেয়ে পাস করতে হলে তাকে বই পড়তেই হবে। এসএসসি পরীক্ষায় তৃতীয় ও দ্বিতীয় বিভাগ আগামী দশ বছরের জন্য বন্ধ রাখা উচিত এবং এইচএসসি পরীক্ষায় শুধু তৃতীয় বিভাগ বাদ দেয়া প্রয়োজন। তা না হলে ''শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'' কথাটির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমান সোবহান আমান
১৫/৪,মীরবাগ, মগবাজার, ঢাকা

খানসামা থানায় নকল দৌরাত্ম্য

দিনাজপুর জেলাধীন খানসামা থানায় অবাধে নকল চলছে। যাকে নকলের মেলা কিংবা নকলের হাটবাজার বললে অত্যুক্তি হবে না। ছাত্রছাত্রীরা বেঞ্চের নিচে তারকাঁটা দিয়ে রবার সেট করে সম্পূর্ণ বই রেখে দিয়ে নকল করছে। কেন্দ্রের চারদিকে পরীক্ষার্থীর অভিভাবকদের ভিড়। তাদের প্রত্যেকের হাতে রয়েছে বইখাতা, কলম, অভিভাবকরা প্রশ্নপত্র আউট করা এবং নকল পরীক্ষার্থীদের হাতে নকল পৌঁছে দেয়ার মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করছে স্কুলের পিয়নদের। এমনকি পরীক্ষা কেন্দ্রে শৃঙ্খলা-রক্ষাকারী পুলিশও ১৫/২০ টাকার বিনিময়ে নকল দেয়ার সুযোগ ছেড়ে দিচ্ছে না। আর সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক ব্যাপার হলো শিক্ষক-শিক্ষিকারা টিএনও ও ম্যাজিস্ট্রেটের আগমন লক্ষ্য করে ছাত্রছাত্রীদের নকল লুকানোর জন্য সতর্ক করে দিচ্ছেন। অথচ এই শিক্ষক-শিক্ষিকারাই মানুষ গড়ার কারিগর। আর তাঁরাই ছাত্রছাত্রীদের নকলের মতো হীন কাজ করার জন্য সহযোগিতা করছে। কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের সংখ্যা অধিক হওয়ায় একজন ম্যাজিস্ট্রেট এবং একজন টিএনও-এর পক্ষে নকল নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না।

এই নকলবাজ প্রজন্মের অশুভ কর্মতৎপরতার কারণে সারা দেশের বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা ক্রমশ হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। আর অচিরেই দেশটা সোনার বাংলাদেশ না হয়ে ভেজাল বাংলাদেশ হিসাবে পরিগণিত হওয়ার আশঙ্কাই বাড়ছে।

তাই, আমার নিজ থানার স্বার্থে উর্ধতন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে বিনীত আবেদন, অতিশীঘ্রই খানসামা থানার নকল বন্ধ করে নকলমুক্ত থানা হিসাবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হোক।

গোলাম রাব্বানী
খানসামা, দিনাজপুর।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বই বিতরণ

মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক ময়মনসিংহ পুলিশ লাইন সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৯৯ সালের বই বিতরণ কর্মসূচী উদ্বোধন করেন। জানা গেছে, এ বছর অন্য বছরেরর তুলনায় এক মাস আগে বই বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এটি নিঃসন্দেহ প্রশংসনীয়। ইতোমধ্যে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বই বিতরণ শুরু হয়েছে। সরকারী নির্দেশ অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের নতুন বইয়ের পাশাপাশি পুরনো বইও দেয়া হচ্ছে। এর ফলে অনেক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে– যেমন পুরনো বইগুলোতে দেখা যাচ্ছে অনেক পৃষ্ঠা ছেঁড়া ও অনেক পৃষ্ঠা নেই। ফলে এসব বই অভিভাবকরা নিতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছে ও স্কুল শিক্ষকদের সাথে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অভিভাবকরা শিক্ষকদের গায়ে হাত তুলতেও দ্বিধা করছে না। তাছাড়া যারা মাঝপথে পড়া বন্ধ করে দিচ্ছে তারা বই জমা দিচ্ছে না। ফলে বইয়ের ঘাটতি দেখা দিচ্ছে। এছাড়া ছোট ছোট শিশু নতুন ক্লাসে উঠে যখন পুরনো বই পাচ্ছে, তখন ওদের পড়ার উৎসাহ ব্যাহত হচ্ছে। কিন্তু আমি মনে করি, বিনা মূল্যে বই বিতরণ না করে স্বল্পমূল্যে বই বাজারে ছাড়লে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের এই দুর্ভোগ অনেকাংশে লাঘব হবে। এবং নতুন বই পাবার ফলে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পড়াশোনায় উৎসাহ বোধ করবে।

তাই, সবদিক বিবেচনা করে এ অবস্থা অবসানের জন্য আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

রিপা দেওয়ানজী
কোয়েপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম।

সারদায় নকলের হিড়িক

আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্সের ছাত্র, গ্রাম পরিদর্শনে আমি প্রায়ই সারদা বাজার, চারঘাট গিয়ে থাকি। সারদা গভঃ পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে আমি দেখলাম অনেক মানুষ। দেয়াল পার হয়ে ভিতরে কি যেন ছুটছে। ভাল করে দেখলাম নকল, জানালা দিয়ে ভিতরে সব দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকের হাতে কম্পোজ। মেয়েরাও পিছিয়ে নেই। এই কেন্দ্রে প্রায় আটটি স্কুলের সিট পড়েছে। ১৪৪ ধারার কোন আলামতই পেলাম না। পুলিশ তো দূরের কথা, রাস্তায় যানজট লাঘবের জন্যও কেউ নেই। স্যাররাই ছাত্রদের নকলের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা করছেন। ম্যাজিস্ট্রেট ভিজিটে এলে স্যাররাই ছাত্রদের সাবধান করে দেন। চারঘাট স্কুলেও একই অবস্থা, রাস্তা থেকে ২ তলায় কাগজ ছোড়া হচ্ছে। স্যাররা প্রায় ৫০টা অবজেক্টিভই বলে দিচ্ছে ছাত্রদের। এমনও ছাত্র আছে, পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে কিন্তু কি প্রশ্ন এসেছে বলতে পারে না। এখানকার স্থানীয় সাংবাদিকরাও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ। ফটোকপির দোকান বন্ধের নির্দেশ দেয়ার পরও এখানে অহরহ ১০ টাকার বিনিময়ে পুরা সেট নকল বিক্রি হচ্ছে। বলতে লজ্জা হচ্ছে, আমিও সারদা গভঃ পাইলটের ছাত্র ছিলাম। আমাদের সময় স্যাররা বলতেন, নকল তো দূরের কথা ঘাড় ঘুরালেই বহিষ্কার করব। আর এখন বলেন "তোমরা বাবা স্কুল ড্রেস পরে আসবে, যাতে তোমাদের উপকারে আসতে পারি। কিছু স্থানীয় স্যাররা বার বার বদলি বাতিল করিয়ে এ স্কুলটার বারোটা বাজাচ্ছেন। ছাত্রদের ভয়ঙ্কর বিপদের সামনে ঠেলে দিচ্ছেন। স্কুলটি আগে বেসরকারী এবং পুলিশ একাডেমীর আয়ত্তে ছিল। কিন্তু বর্তমানে সরকারী হওয়ার স্যারদের মনোভাব বদলে গেছে। তাঁরা কষ্ট না করেই বেতন পুরোটাই নিচ্ছেন। বলতে গেলে ক্লাস হয়ই না। ছাত্ররাও স্যারদের এ দুর্বলতাকে কাজে লাগিয়ে নকলের আশ্রয় নিচ্ছে। ভাল ছাত্ররাও নকলের জোয়ারে নিজেকে উৎসর্গ করছে। আমি এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে প্রার্থনা করছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করে এখানকার ভবিষ্যত প্রজন্মকে নকলের অভিশাপ থেকে মুক্ত করুন।

কাজী নাজমুল হাসান
ইংরেজী (সম্মান) ২য় বর্ষ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

নকল সরবরাহে শিক্ষক এবং চাঁদাবাজি

নোয়াখালী জেলাধীন হাতিয়া থানার এসএসসি পরীক্ষা কেন্দ্রে ফ্রী স্টাইলে নকল চলছে। হাতিয়া থানা সদরের ওছখালী কেএসএ সরকারী উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে শিক্ষকরাই নকল সরবরাহ করছেন। উক্ত বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক পরীক্ষার হলে ''ফ্যাসিলিটি'' দেয়ার নামে ছাত্রদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করছেন। উক্ত ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রদের ব্যবহারিক পরীক্ষায় ভাল নম্বর পাইয়ে দেবার কথা বলেও চাঁদা আদায় করছেন। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

নীল কমল দাস
চরঈশ্বর, হাতিয়া, নোয়াখালী